পটিয়ায় নতুন উদ্ভাবিত জিংক সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল ধানচাষ

নজরুল ইসলাম, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

পটিয়া উপজেলা হরিণখাইন গ্রামে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট, পটিয়া সাংসদ সামশুল হক চৌধুরী সহযোগিতায় নতুন প্রজাতির ব্রি কর্তৃক উদ্বাবিত উচ্চ ফলনশীল জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৬৯ জাতের ধান ১ হেক্টর জমিতে পরীক্ষমূলকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপন করেন মেসার্স বারী এগ্রো ফার্ম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুল বারী চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন। পটিয়া উপজেলা বিএডিসির সহকারী পরিচালক মাহাফুজুর রহমান পটিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রিয়াজুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যাংকার ফজলুল বারী চৌধুরী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী ইউপি মেম্বার শওকত আকবর, আবু জাফর চৌধুরী, বাবুল, শেখ আনোয়া হোসেন ইস্কিম ম্যানেজার এখলাছ মাঝি, সাদ্দাম হোসেন, শাহা নেওয়াজ চৌধুরী (টিপু), মহিউদ্দিন কাদের চৌধুরী মো: আলমগীর, মো: আবুল কাশেম, মো: রফিক, মো: হারুন সওদাগর প্রমুখ।

বারী এগ্রো ফার্ম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুল বারী চৌধুরী বলেন পৃথিবী এখন অনেক এগিয়ে' কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সাথে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না। জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন- তারই ধারা বাহিকতায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ইউনুছুর রহমান, মন্ত্রিও একান্ত সচিব শাহজালাল, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জীবন কান্তি বিশ্বাস, ড. তমাল লতা আদিত্য, ড. হেলাল উদ্দীনসহ এদেও সহযোগিতায় ব্রি ধান ৬৩. ৬৪. ৬৮ নতুন প্রজাতির উচ্চ ফলনশীন বীজ ধান পেয়েছি। এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কম জমিতে অধিক ফলন ফলাতে আধুনিক পদ্ধতি মাধ্যমে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে বিদেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যে জিংক সমৃদ্ধ ব্রী ধান ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৬৯ উন্নত প্রজাতির ধান বাংলাদেশ ধান কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট, পটিয়া সাংসদ সামশুল হক চৌধুরী সহযোগিতায় নতুন প্রজাতির ব্রী কর্তৃক উদ্ভাবীত উচ্চ ফলনশীল জিংক সমৃদ্ধ ধান ১ হেক্টর জমিতে পরীক্ষমূলকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করি।